সূচীপত্র

১. বর্ণ পরিচয় — ৪
২. স্বরবর্ণের বানান চিহ্ন এবং ব্যাঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তার ব্যবহার — ৭
৩. অ-কার যোগে শব্দ গঠন — ৮
৪. আ-কার যোগে শব্দ গঠন — ১১
৫. ই-কার (ি) যোগে শব্দ গঠন — ১৪
৬. ঈ-কার (ী) যোগে শব্দ গঠন — ১৭
৭. উ-কার (ু) যোগে শব্দ গঠন — ২০
৮. ঊ-কার (ূ) যোগে শব্দ গঠন — ২৩
৯. ঋ-কার (ৃ) যোগে শব্দ গঠন — ২৬
১০. এ-কার (ে) যোগে শব্দ গঠন — ২৯
১১. ঐ-কার (ৈ) যোগে শব্দ গঠন — ৩২
১২. ও-কার (ো) যোগে শব্দ গঠন — ৩৫
১৩. ঔ-কার (ৌ) যোগে শব্দ গঠন — ৩৮
১৪. খন্ড-ত (ৎ) যোগে শব্দ গঠন — ৪১
১৫. অনুস্বার (ং) যোগে শব্দ গঠন — ৪৩
১৬. বিসর্গ (ঃ) যোগে শব্দ গঠন — ৪৫
১৭. চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে শব্দ গঠন — ৪৭
১৮. য-ফলা (্য) যোগে শব্দ গঠন — ৪৯
১৯. পদ্যাংশ - এতুল বেতুল — ৫১
২০. গদ্যাংশ - ভারতবর্ষ — ৫৩
২১. পদ্যাংশ - ওইখানে মা পুকুর পাড়ে — ৫৫

১ পাঠ- এক

বর্ণ-পরিচয়

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

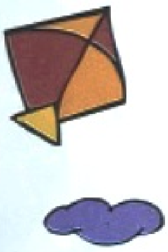

স্বরবর্ণের পরীক্ষা

ঐ	ই	ঋ	আ
এ	উ	ও	ঔ
ঊ	অ	ঈ	

• বর্তমান বাংলায় ৯-এর ব্যবহার নেই।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

ব্যঞ্জনবর্ণের পরীক্ষা

য়	ৎ	ঢ়	হ	ন
ষ	স	ঃ	ং	ঞ
য	র	ভ	ল	ঙ
প	ফ	ধ	গ	ণ
ত	থ	ঢ	জ	ঁ
ট	ঠ	ঝ	দ	ম
চ	ছ	ঘ	ব	শ
ক	খ	ব	ড	ঢ়

নিজে করো

১. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আলাদা করে ফাঁকা ঘরে লেখো :

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
ট, ম, ই, প, এ, দ		
ঈ, ঞ, ঐ, ড, শ, ল		
স, উ, খ, জ, ত, ও		
ষ, আ, থ, ন, ঔ, য		
ঊ, ঝ, অ, ঋ, ফ, ভ		

২. ফাঁকা ঘরে আগের ও পরের বর্ণটি বসাও :

	দ				জ				গ	
	ভ				ড				র	

৩. বামদিকের বর্ণগুলির পরের বর্ণটি ডানদিকে দেওয়া আছে। সেটির সঙ্গে বামদিকের বর্ণগুলির মিল করো :

ট	ব
য	ন
থ	ঞ
গ	র
ঝ	দ
ল	ঘ
ধ	ঠ

২ পাঠ- দুই

স্বরবর্ণের বানান চিহ্ন এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে তার ব্যবহার

স্বরবর্ণ	বানান চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণ কোথায় বসে	শব্দ তৈরি
অ	চিহ্ন নেই	ব্ + অ = ব	বল
আ	া	ক্ + আ = কা	কাক
ই	ি	চ্ + ই = চি	চিল
ঈ	ী	দ্ + ঈ = দী	দীপ
উ	ু	ক্ + উ = কু	কুল
ঊ	ূ	ম্ + ঊ = মূ	মূল
ঋ	ৃ	ক্ + ঋ = কৃ	কৃশ
এ	ে	ব্ + এ = বে	বেল
ঐ	ৈ	ত্ + ঐ = তৈ	তৈল
ও	ো	ভ্ + ও = ভো	ভোর
ঔ	ৌ	গ্ + ঔ = গৌ	গৌর

নিজে করো

১. স্বরবর্ণের বানান চিহ্ন যোগ করে কী পাওয়া যায় ফাঁকা ঘরে লেখো :

প্ + ই = ☐	ত্ + উ = ☐	ম্ + ও = ☐
স্ + আ = ☐	ব্ + এ = ☐	ভ্ + উ = ☐
ব্ + ঋ = ☐	গ্ + ঐ = ☐	শ্ + অ = ☐
দ্ + ঔ = ☐	চ্ + ঈ = ☐	ক্ + অ = ☐

৩ পাঠ- তিন

অ-কার যোগে শব্দ গঠন

ক্ + অ = ক	ম্ + অ = ম	স্ + অ = স
ধ্ + অ = ধ	ত্ + অ = ত	ল্ + অ = ল
জ্ + অ = জ	চ্ + অ = চ	হ্ + অ = হ

বক

ঈগল

শতদল

জল	ভয়	দশ
বল	নয়	এক
কল	ছয়	পথ
চল	হয়	ঘর
বক	ধন	মন

জন	শত	মথ
দল	যত	রথ
ছল	ধর	নত
মল	বর	ফল
কত	হর	হল

অচল	অলস	ধবল
সচল	রজক	গরল
নয়ন	জগৎ	তরল
গগন	সকল	সরল
অধম	ওজন	শরৎ
লবন	ঈগল	শয়ন

অজগর	শতদল
শশধর	উৎসব
বৎসর	সরবত
বনবন	মচমচ
দমদম	হলধর
সরবত	অকপট

নিজে পড়ো

শন্ শন্, ঝড় বয়
বড় ভয় হয়,
কড়্ কড়্, ঝম্ ঝম্,
পথ জল ময়।
ঘর চল, পথ ধর,
কর কেন ভয়?
কত জল, ধর বল,
ভয় কর জয়।

ঘর চল। ঝড় হয়। ভয় নয়। শত মত। এক পথ। ছয় জন। কত বক। অলস মন। তরল জল। শরৎ এল। ধবল বক। সরস ফল। কমল অলস নয়। অমল বড় অলস। রতন বড় সরল। তপন গমন কর। ঝড় হল পথ চল। যত মত তত পথ।

নিজে করো

১। প্রথম বর্ণটি শেষে এবং শেষের বর্ণটি প্রথমে লিখে কী পাওয়া যায় দেখো :

ত ম =	ল দ =	ন জ =
ক ব =	ল ম =	ড় ঝ =
ল ফ =	ন জ =	ল হ =

৩। ফাঁকা ঘরে বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ট			=	
শ	র		=	
জ		ৎ	=	

	ন		ন	=
	গ	ন	=	
র		ক	=	

৪। নীচের বর্ণগুলি ঠিক মতো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

লরস = ____ জসল = ____ অলচ = ____

নওজ = ____ রলত = ____ লদতশ = ____

৫। ফাঁকা ঘরে 'র' বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

	থ
ঘ	

হ	
	ব

ক	
ম	

চ	
ভ	

ন	
ব	

স	
ধ	

	স
	ঙ

ড	
	ত

৬। মাঝখানের ফাঁকা ঘরে একটি বর্ণ বসিয়ে পাশাপাশি ও ওপর নীচ কী পাও লেখো:

	স	
অ		ল
	ল	

	অ	
ক		স
	স	

	ল	
ধ		ল
	ণ	

(ক) পাশাপাশি = ____ (খ) ওপর নীচ = ____

(ক) পাশাপাশি = ____ (খ) ওপর নীচ = ____

(ক) পাশাপাশি = ____ (খ) ওপর নীচ = ____

৪ পাঠ- চার

আ-কার (া) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + আ = কা	শ্ + আ = শা	ড্ + আ = ডা	শ্ + আ = শা
দ্ + আ = দা	প্ + আ = পা	চ্ + আ = চা	ব্ + আ = বা

আম

বালক

রাজহাঁস

আম	তাস	রাত
জাম	মাছ	ঢাক
কাক	নাক	শাল
শাক	দাম	তাল
ঘাস	হাত	চাল
মাস	সাত	নাচ

জবা	বালা	পাকা
কলা	হাতা	ঢাকা
লতা	পাতা	ছাতা
থালা	গাধা	আতা
জামা	পাখা	মালা
মামা	চাকা	টাকা

পাগল	বালক	বাতাস
ছাগল	চালক	কয়লা
আগল	পালক	কমলা
বাজার	পাষাণ	দালাল
কাগজ	পাথর	পতাকা
কারণ	সাহস	জাহাজ

আনারস	কলাপাতা	মহালয়া
রামায়ণ	তালপাতা	দয়ামায়া
আরাধনা	বাতায়ন	কামরাঙা
ধারাপাত	কারাগার	রাজহাঁস
পাঠশালা	ধারাপাত	কলকাতা

নিজে পড়ো

পাকা আম চড়া দাম,
মামা খান কাল জাম।
লাল জবা ভরা গাছ,
খাল ভরা নানা মাছ।
দাদা ভাল আম খায়,
মামা ভাল গান গায়।
পাকা কলার রঙ তাজা,
কাকা খায় চাল ভাজা।

এটা পাকা আম। আমরা পাকা আম খাই। লাল জবা। শাল গাছ। পাকা তাল। থালা ভরা জাম। মামা টাকা চায়। আজ পাঠশালা যাব। পাকা কলা খাব। কাকা তবলা বাজান। মালা গান গায়। আনারস ভাল ফল। মামা ছাতা মাথায় কলকাতা যান। ময়রা খাজা বানায়, গজা বানায়।

নিজে করো

১। ফাঁকা ঘরে ছবিগুলির নীচে নাম লেখো :

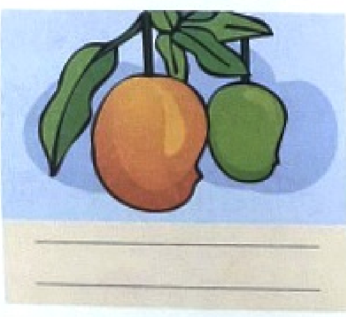

২। এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

তরা = [ ][ ] মলাক = [ ][ ][ ] পালতাতা = [ ][ ][ ][ ]

তাপা = [ ][ ] গছাল = [ ][ ][ ] গারকারা = [ ][ ][ ][ ]

৩। প্রথম বর্ণের সঙ্গে আ-কার (া) যোগ করে কী পাও লেখো :

ঢ ক = [ ] প কা = [ ]

ট কা = [ ] ছ তা = [ ]

দ ম = [ ] প থ র = [ ]

৪। প্রতি ছক থেকে দুটি করে শব্দ তৈরি করো :

মা	লা
থা	

(ক) [ ]
(খ) [ ]

দা	ম
জা	

(ক) [ ]
(খ) [ ]

সা	ত
হা	

(ক) [ ]
(খ) [ ]

ছা	গ	ল
পা	গ	

(ক) [ ]
(খ) [ ]

৫। ফাঁকা ঘরে সঠিক বর্ণ বসিয়ে পাশাপাশি শব্দ তৈরি করো :

চা		ক
	হ	স
জা		জ

(ক) [ ]
(খ) [ ]
(গ) [ ]

ক	য়	
কা		জ
	ল	ক

(ক) [ ]
(খ) [ ]
(গ) [ ]

৬। ফাঁকা ঘরে সঠিক বর্ণ বসিয়ে ওপর নীচ শব্দ তৈরি করো :

পা		প
	ম	তা
র	লা	

(ক) [ ]
(খ) [ ]
(গ) [ ]

কা	আ	
	গ	তা
ণ		স

(ক) [ ]
(খ) [ ]
(গ) [ ]

৭। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মামা কী খান? [ ]
(খ) ভরা গাছে কোন্ ফুল? [ ]
(গ) চাল ভাজা কে খায়? [ ]
(ঘ) আমরা কী খাই? [ ]
(ঙ) কে তবলা বাজান? [ ]
(চ) ময়রা কী কী বানায়? [ ]

৫ পাঠ- পাঁচ

ই-কার (ি) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + ই = কি	দ্ + ই = দি	ত্ + ই = তি
ব্ + ই = বি	র্ + ই = রি	স্ + ই = সি

দিদি

বাড়ি

শালিক

কবি	যতি	নিশি
ছবি	পতি	নিম
রবি	পিসি	দিন
মতি	শিশি	গিরি
গতি	লিলি	বিধি

মালি	নাড়ি	পানি
গাড়ি	কালি	হাতি
শাড়ি	বালি	বাতি
মাটি	তালি	ছাতি
লাঠি	ফালি	ডালি

দিবস	কিরণ	শিশির	বালিশ
বিচার	হরিণ	মালিশ	পালকি
বিলাতি	নিবিড়	মালিক	পালিশ
গিরিশ	তিমির	কঠিন	শিবির

অভিলাষ	নিরিবিলি	হিমশিম
অতিশয়	দিবানিশি	কলিকাতা
অবিরাম	হিজিবিজি	কিচিমিচি
অবিচার	নিশিদিন	অভিমান

দিদির বাড়ি
গাছের সারি।

আসছে পিসি
হাতে শিশি।

বাঁশের লাঠি
ঢাকের কাঠি।

জমির মালিক
পোষেন শালিক।

ঠাকুর রবি
সবার কবি।

বাতাসের গতি নেই। দিশা ছবি আঁকে। দূরে নিশা নামে। দিন শেষ হল। রবি ডুবে গেছে। পিসি পালকি চড়ে এল। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মাটি ভিজে। পাখিরা কিচিরমিচির করে ডাকছে। এবার বাতি নিয়ে এসো। সাথে ছাতি নিও। দিদি ইলিশ মাছ আনল।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো

২। প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে ই-কার (ি) যোগ করে কী পাওয়া যায় লেখো :

প স = ______ ন শ = ______ গ র = ______

শ শ = ______ দ দ = ______ ব ধ = ______

৩। দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গে ই-কার (ি) যোগ করে কী পাওয়া যায় লেখো :

বা ত = ______ লা ঠ = ______ ছ ব = ______

কা ল = ______ পা ন = ______ র ব = ______

৪। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

বির = ______ রমিতি = ______ ভিঅনমা = ______

তিহা = ______ লিমাক = ______ মশিমহি = ______

৫। ছক মিলিয়ে দুটি করে শব্দ তৈরি করো :

সি	ম
ডি	

(ক) ______
(খ) ______

ক	বি
ছ	

(ক) ______
(খ) ______

মা	লি	ক
শা		

(ক) ______
(খ) ______

বা	তি
	ড়ি

(ক) ______
(খ) ______

৬। ফাঁকা ঘরে ই-কার যুক্ত বর্ণ বসিয়ে কী পাওয়া যায় লেখো :

হা [ ] = ______ বা [ ] শ = ______

কা [ ] = ______ পা [ ] সি = ______

৬ পাঠ- ছয়

ঈ-কার (ী) যোগে বানান

শ্ + ঈ = শী	গ্ + ঈ = গী	প্ + ঈ = পী
দ্ + ঈ = দী	ন্ + ঈ = নী	ম্ + ঈ = মী

গীত

দীপ

দীপাবলি

গীত	নীল	বীর
শীত	নীপ	দীপ
জীব	নীর	পীত
মীন	কীট	বীণা
দীন	বীজ	ধনী
তীর	নীড়	সতী

নদী	অতীত	জীবনী
শশী	গভীর	নীরব
গীতা	ধীবর	সাহসী
রীতি	শরীর	নবীন
নাতি	শীতল	নীরস
পীড়া	লীলা	শিবানী

ভাগীরথী	সমীরণ
পিপীলিকা	বিভীষণ
বীণাপাণি	কৃষিজীবী
ভগবতী	মায়াবতী

বিপরীত	মহাবীর
রাজধানী	আজীবন
নবনীতা	মরীচিকা
মহানদী	দীপাবলি

নিজে পড়ো

মিতা ভাল গীত গায়,
পাশে বীণা কে বাজায় ?

সীতারাণী ওর নাম,
ওর বাড়ি কাশীধাম।

পড়েছে ভীষণ শীত,
মিতা তবু গায় গীত।

সমীরণ ওর ভাই,
ধীরা এসে বলে তাই।

ভীষণ শীত পড়েছে। আকাশ নীল। পাখিরা নীড়ে ফিরেছে। নবীন নদীর তীরে বসে গীত গায়। রাত গভীর হলে সে বাড়ি ফিরে যাবে। ভাগীরথীর জল খুব ধীর। বিনীতা দীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার জননীর নাম রেবতী। সে গীত গায় ও বীণা বাজায়।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো :

২। প্রথম বর্ণের সঙ্গে ঈ-কার (ী) জুড়ে কী পাওয়া যায় লেখো :

শত = ____ পত = ____ নল = ____
গত = ____ নড় = ____ দপ = ____

৩। দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গে ঈ-কার (ী) যোগ করে কী পাওয়া যায় লেখো :

ধন = ____ নদ = ____ সত = ____
শশ = ____ তর = ____ ঘট = ____

৪। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ণাবী = ____ তীস = ____ তীঅত = ____
রতী = ____ তগী = ____ বরথী = ____

৫। তালিকা থেকে বর্ণ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) | গ | | র |
(খ) | | বর |
(গ) | ম | | চিকা |
(ঘ) | | বনী |
(ঙ) | অ | | ত |
(চ) | | রস |

তালিকা
নী, জী, ধী, ভী, রী, তী

৬। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে ভাল গীত গায়? ____
(খ) ওর নাম কী? ____
(গ) মিতার ভাইয়ের নাম কী? ____
(ঘ) শীত কেমন? ____
(ঙ) কে তীরে বসে গান গায়? ____
(চ) কে বীণা বাজায়? ____

৭ পাঠ- সাত

উ-কার (ু) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + উ = কু	প্ + উ = পু	ম্ + উ = মু
ফ্ + উ = ফু	ব্ + উ = বু	দ্ + উ = দু

ফুল

চুল

মুখর

কুল	মুখ	আলু	বাবু	কুশল	ডুমুর
চুল	বুধ	পশু	কাবু	মুষল	বকুল
ফুল	দুধ	ঋতু	সাধু	মুখর	মুকুল
ভুল	কুট	বাহু	দাদু	সবুজ	ভালুক
সুখ	ঘুম	রাহু	লঘু	কুসুম	পুকুর

শালুক	তুলসি	অনুমান	হুতাশন
কুকুর	পুতুল	হনুমান	সুলতান
মধুর	যুবক	টুনটুনি	জামরুল
শামুক	মুগুর	বুলবুলি	অনুরাগ
চতুর	দুপুর		

নিজে পড়ো

যদু, দুই হাতে ফুল,
ও তো খুশি বিলকুল।
শীতে মোজা-ছাতা-টুপি,
বাবু যান চুপি চুপি।
পিসি হেসে লুটো-পুটি,
ডালে ফুল ফুটি-ফুটি।
দুটো ফুল তুলে আনি,
আছে দুটো ফুলদানি।

কুশ খুব ভালো ছবি আঁকে। বুধবারে তার ছুটি। পুতুল ও টুনটুনি তার দুই বোন। পুতুলের কানে দুল। সে পুকুর থেকে জল আনে। দুপুরবেলা মুকুল এল। সে ভালুক দেখে ভয় পায়। তাদের বাড়িতে কুকুর আছে। কুকুর দুধ ভাত খায়। কুকুর মুকুলকে প্রভুর মত ভালোবাসে। ওর দাদু ছাতু খায়।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো :

২। প্রথম ও মাঝে বর্ণের সঙ্গে উ-কার জুড়ে কী পাওয়া যায় লেখো :

ভালক = ______ কশল = ______ পকুর = ______

বকল = ______ চতর = ______ মুগর = ______

৩। ফাঁকা ঘরে উ-কার যুক্ত বর্ণ বসাও :

স		জ		ব	ক	পু		র
ম		র		ল	সি	দু		র

৪। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

মুরড়ু = ______ লুশাক = ______ কযুব = ______

তুলপু = ______ কুমুল = ______ তুরচ = ______

৫। ছক মিলিয়ে কী শব্দ পাও লেখো :

ভু	ল
ফু	

(ক) ______
(খ) ______

কু	ল
	শ

(ক) ______
(খ) ______

কু	শ	ল
মু	ষ	

(ক) ______
(খ) ______

শা	লু	ক
শা	মু	

(ক) ______
(খ) ______

৬। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) যদুর দুই হাতে কী? ______

(খ) বাবু কিভাবে যান? ______

(গ) কে লুটো-পুটি খায়? ______

(ঘ) কে ভালো ছবি আঁকে? ______

(ঙ) তার দুই বোনের নাম কী? ______

(চ) কে ভালুক দেখে ভয় পায়? ______

৮ পাঠ- আট

উ-কার (ু) যোগে শব্দ গঠন

দ্ + উ = দু	ভ্ + উ = ভু	ধ্ + উ = ধু
ক্ + উ = কু	ম্ + উ = মু	শ্ + উ = শু

ধূপ

চূড়া

ময়ূর

কূপ	শূর
ধূপ	মূল
ভূত	দূত
রূপ	শূল
দূর	ধূম

পূজা	কূল
মূলা	চূড়া
ধূলি	ভূমি
কূট	মূঢ়
বধূ	সূত

কূজন	ভূষণ	ভূগোল
নূপুর	ধূসর	ময়ূর
রূপক	ভূধর	অকূল
নূতন	পূরণ	ভূতল

অনুকূল	মরুভূমি	রূপকার
অপরূপ	পূজনীয়	অনসূয়া
অভিরূপ	দূরভাষ	পূজারিণী
অনুরূপ	ভূতনাথ	রূপকথা
অপরূপা	নলকূপ	চূড়ামণি

নিজে পড়ো

নদীর কূলে ভূতের বাড়ি,
ময়ূর নাচে সারি সারি।
নূপুর পায়ে টুপুর নাচ,
নূতন পাতা দুলছে গাছ।
ঠাকুর ঘরে পুড়ছে ধূপ,
ভূষণখানির সে কী রূপ।
ওই যে দূরে পাহাড় চূড়া,
তালে তালে নাচে রূপা।

রূপক ধূপ আনতে গেছে। তার বাড়ি আজ পূজা। ভূধর পুরুত পূজা করবেন। বধূরা শাঁখ বাজাবে। নদীর কূলে সাদা সাদা কাশ ফুল ফুটে আছে। অপরূপ তাদের শোভা। অভিরূপ আর রূপা গান গাইবে। ভূতনাথ তবলা বাজাবে। কূপে জল নেই। অপরূপা নদী থেকে জল আনে। দূরে পাহাড় চূড়া থেকে এই নদী নেমে এসেছে।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো :

২। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

মিভূ = ______ রধূস = ______ ধভূর = ______

৩। প্রথম বর্ণের সঙ্গে উ-কার (ু) যোগ করে কী পাওয়া যায় লেখো :

নপুর = ______ দর = ______ ভতল = ______

৪। ছক মিলিয়ে কী পাও লেখো :

ধূ	স	র
ম	য়ূ	

(ক) ______
(খ) ______

ধূ	প
রূ	

(ক) ______
(খ) ______

ভূ	ত
সূ	

(ক) ______
(খ) ______

রূ	প	ক	থা
রূ		কা	র

(ক) ______
(খ) ______

৫। উদাহরণের মতো আরও দুটি শব্দ তুমি তৈরি করো :

কূ — কূল, ______, ______

রূ — রূপ, ______, ______

ধূ — ধূপ, ______, ______

৬। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ভূতের বাড়ি কোথায়? ______
(খ) সারি সারি কে নাচে? ______
(গ) ধূপ কোথায় পুড়ছে? ______
(ঘ) কে ধূপ আনতে গেছে? ______
(ঙ) কাশ ফুলের রঙ কেমন? ______
(চ) কে তবলা বাজাবে? ______

৯ পাঠ- নয়

ঋ-কার (ৃ) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + ঋ = কৃ
ঘ্ + ঋ = ঘৃ

ন্ + ঋ = নৃ
ত্ + ঋ = তৃ

ধ্ + ঋ = ধৃ
ব্ + ঋ = বৃ

তৃণ

নৃপতি

শৃগাল

কৃপ	ধৃত
কৃশ	মৃত
নৃপ	ঘৃত
তৃণ	ঋণ
বৃষ	মৃগ

কৃষক	আদৃত	ঋষভ
কৃষাণ	পৃথক	হৃদয়
কৃপণ	কৃপাণ	আবৃত
শৃগাল	নৃপতি	মৃণাল
অমৃত	পৃথিবী	বৃহৎ

কৃষিকাজ	গৃহহারা	অকৃপণ
সরীসৃপ	কৃপাময়	তৃণভূমি
মাতৃভূমি	অনাদৃত	বৃষকায়
অপহৃত	মাতৃহারা	অনাদৃত
পিতৃহারা	মৃণালিনী	কৃশকায়

নিজে পড়ো

বৃষ বলে, মৃগ, চল তৃণ খাই,
কৃপণ কৃষক বলে, আরো টাকা চাই।

শৃগাল তখন গৃহে ফিরে যায়,
নৃপতি বৃহৎ পৃথিবী পানে চায়।

কৃষক কৃষাণ কৃষি কাজ করে,
মাতৃহারা বৃষ রয় অনাদৃত ঘরে।

অমৃত পৃথিবীর পৃথক ভাষা,
কৃপণ কৃষকের মনে জাগে আশা।

এই বনে ঋষির তপোবন। এখানে মৃগ আর বৃষ সবুজ তৃণভূমিতে চরে বেড়ায়। শৃগাল ওত পেতে থাকে। ভালুক মৃত পশু খায় না। ঋষির কৃপায় মৃগ অবাধে ঘুরে বেড়ায়। আগে এই বনে হৃদয় ভরা এক নৃপতি ছিলেন। তিনি পৃথিবীর রাজা। তাঁর হৃদয় ছিল বৃহৎ। বনের মধ্যে বৃহৎ দিঘি আছে। সেখানে মৃণাল শোভা পায়।

নিজে করো

১। ছবি দেখে শূন্যস্থানে ঋ-কার যুক্ত বর্ণ বসাও :

	য		ষি		গ		গা	ল

২। পাশের তালিকা থেকে বর্ণ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :

	পা	ণ		থি	বী		হ	ৎ
	প	তি	আ		ত		দ	য়

তালিকা
পৃ, দৃ, কৃ, নৃ, বৃ, হৃ

৩। ছক থেকে পাশাপাশি বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

শৃ	গা	ল
মৃ	ণা	

(ক) ______
(খ) ______

অ	মৃ	ত
আ	দৃ	

(ক) ______
(খ) ______

৪। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

কথপৃ = ______ গৃহারাহ = ______ গাশৃল = ______

৫। নীচের উদাহরণের মতো আরও দুটি করে শব্দ তুমি তৈরি করো :

কৃ — কৃপ, ______, ______

মৃ — মৃগ, ______, ______

বৃ — বৃহৎ, ______, ______

৬। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে আরো টাকা চায়? ______
(খ) কে গৃহে ফিরে যায়? ______
(গ) কে কৃষি কাজ করে? ______
(ঘ) ঋষির তপোবন কোথায়? ______
(ঙ) কে মৃত পশু খায় না? ______
(চ) বৃহৎ দিঘি কোথায়? ______

১০ পাঠ – দশ

এ-কার (ে) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + এ = কে	ম্ + এ = মে	দ্ + এ = দে
শ্ + এ = শে	খ্ + এ = খে	ব্ + এ = বে

ভেক

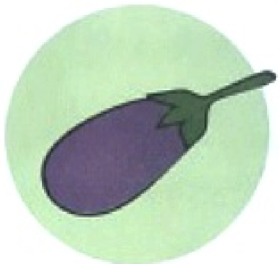

বেগুন

খেলাধুলা

কেশ	ভেক	ভেদ
দেশ	লেপ	খেদ
বেশ	রেল	জেদ
রেশ	বেল	বেগ
মেষ	তেল	শেষ

আদেশ	নরেশ	দেবতা
আবেশ	ভবেশ	বেতার
বেগুন	দেবেশ	অভেদ
বেতন	সুকেশ	বেলুন
খেজুর	অশেষ	সেবক

অবহেলা	খেলাধুলা	সাইকেল
অবশেষ	মেলাখেলা	মাইকেল
লেখাপড়া	ছেলেমেয়ে	মেলামেশা
তেলেভাজা	বিবেচনা	দিনেরাতে

নিজে পড়ো

ওই দেখ চলে রেল,
দাঁড়ায় না তাই মেল।

মেঘ দেখে ভেক ডাকে,
ওই রাতে কারা হাঁকে?

বেল গাছে তেল কই,
ছেলেমেয়ে পড়ে বই।

বেলা পড়ে করে খেলা,
দূর দেশে বসে মেলা।

বেলা পড়ে এল। এবার ঘরে চলো। আকাশে মেঘ করেছে। এখুনি ঝড় উঠবে। বেতারে গান বাজছে। সুরেশ সেতার বাজায়। আজ রাতে পাশের বাড়িতে জলসা। দলে দলে লোকজন আসবে। মেয়েরা সেজে বসে আছে। গাছের পাতা নড়ছে। ভবেশ সাইকেলে চড়ে আসবে। সে বিদেশ থেকে গত মাসে দেশে ফিরেছে।

নিজে করো

১। ছবির নীচে এ-কার (ে) যুক্ত বর্ণ বসিয়ে ফাঁকা ঘর পূরণ করো :

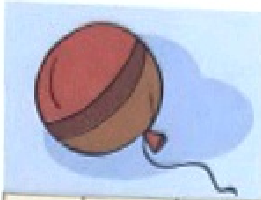

২। সঠিক বর্ণের সঙ্গে এ-কার (ে) যোগ করো :

ন		র	ন

	দ	বে	শ

	ল	প

স		ত	জ

৩। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

নবেত = ______ রজুখে = ______ বেরতা = ______

অহেলাব = ______ বেনগু = ______ কবসে = ______

৪। ছক মিলিয়ে কী পাও লেখো :

আ	বে	শ
দে	বে	

(ক) ______
(খ) ______

বে	ত	ন
কে	ত	

(ক) ______
(খ) ______

৫। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে সেতার বাজায়?
উ: ______

(খ) কোন্ বাড়িতে জলসা হবে?
উ: ______

(গ) কে সাইকেল চড়ে আসবে?
উ: ______

(ঘ) কারা সেজে বসে আছে?
উ: ______

১১ পাঠ- এগারো

ঐ-কার (ৈ) যোগে শব্দ গঠন

শ্ + ঐ = শৈ
দ্ + ঐ = দৈ

ত্ + ঐ = তৈ
হ্ + ঐ = হৈ

ন্ + ঐ = নৈ
ব্ + ঐ = বৈ

পৈতা

সৈনিক

গৈরিক

নৈশ	বৈধ	বৈঠা
শৈব	শৈল	বৈচি
তৈল	জৈব	হৈম
দৈব	বৈরী	নৈনি
জৈন	তৈরি	খৈল
হৈচৈ	পৈঠা	চৈত

দৈনিক	বৈভব
মৈনাক	দৈবাৎ
কৈলাস	ভৈরব
শৈশব	চৈনিক
সৈকত	বৈশাখ
বৈকাল	তৈজস

বৈকালিক	বৈবাহিক	ঐরাবত
বৈমানিক	দৈববাণী	শৈলরাজ
বৈতরণী	হৈমবতী	বৈবাহিক
নৈশকাল	নৈনিতাল	বৈতনিক

নিজে পড়ো

হাতে দৈ, ভাঁড়ে দৈ,
দৈ করে থৈ থৈ।

দুধে দৈ তৈরি,
কৈলাশ শৈলকে
ভাবে তার বৈরী।

মৈনাক সৈনিক,
দৈ নিক দৈনিক,
দুই মুঠো খৈও নিক।

এখন বৈকাল। দৈনিক এই সময় গরম পড়ে। মৈনাক একজন সৈনিক। নৈশকালে সে সীমানা পাহারা দেবে। ওর বাবা একজন বৈমানিক। শৈশবে মৈনাকরা নৈনিতালে থাকত। তার দিদি হৈমবালা বৈচিতে থাকে। সেখানে ভৈরব নদী আছে। সেই নদীর জল গৈরিক। শৈল দৈনিক তৈল মর্দন করে।

নিজে করো

১। ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঐ-কার (ৈ) যুক্ত বর্ণ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

	নি	ক

	শ

	ল

২। ফাঁকা ঘরে ঐ-কার (ৈ) যুক্ত বর্ণ বসাও :

	ল

	ক	ত

	নি	ক

	ম	ব	তী

	ম

	শা	খ

	লা	স

	বা	হি	ক

৩। ছক থেকে বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করো :

বৈ	শাখ	(ক)
	ভব	(খ)

দৈ	ব	(ক)
শৈ		(খ)

চৈ	নিক	(ক)
দৈ		(খ)

৪। নীচের উদাহরণের মতো আরও একটি করে শব্দ তুমি তৈরি করো :

তৈ — তৈরি, ______, ______

শৈ — শৈব, ______, ______

দৈ — দৈব, ______, ______

বৈ — বৈশাখ, ______, ______

৫। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে সৈনিক? উ:

(খ) কে বৈমানিক? উ:

(গ) শৈশবে মৈনাকরা কোথায় থাকত? উ:

(ঘ) কোন্ নদীর জল গৈরিক?: উ:

(ঙ) কে বৈচিতে থাকে? উ:

১২ পাঠ- বারো

ও-কার (ো) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + ও = কো	দ্ + ও = দো	গ্ + ও = গো
র্ + ও = রো	ভ্ + ও = ভো	ল্ + ও = লো

ঢোল

ওল

ভোজন

দোল	চোখ	শোক
বোল	রোগ	ডোর
গোল	ভোগ	শোধ
দোষ	যোগ	রোদ
ওল	লোক	ভোর

গোলাপ	গোপন	দোকান
খোকন	কোমল	পোষাক
বোতল	রোদন	কপোত
লোচন	মোচন	দোয়াত
মোটর	বোধন	কোকিল

কোলাহল	দোলাচল
মনোযোগ	সহোদর
আলোচনা	মনোহর
ভোরবেলা	সরোবর
কোলাকুলি	গোলাগুলি

সোজাসুজি
তোতাপাখি
মোটাসোটা
দোলদোল
উপভোগ

নিজে পড়ো

বোল ধরেছে আমের গাছে,
আবির ধুলো ওড়ে,
ভোর থেকে তাই কোকিলটা ওই
এডাল-ওডাল ঘোরে।
ভোর গগনে ডাকছে কুহু
দোদুল দোলায় দোলে,
গাল-ফোলা তাই মোদের খোকা
পড়ার কথা ভোলে।

ভোর হল। দোর খোলা রাখো। ভোলাবাবু গীতা পড়েন। খোকা বসে বসে শোনে। সে ছোট ছেলে। চোখ খোলা রেখে শোনে। দোলনা বাঁধা। দোলন দোল খায়। তোতা পাখি। ঘরে পোষা হয়। ওরা ছোলা খায়। গোরার গোলা ভরা ধান। ধানে ধুলো থাকে। ওর কুকুরের নাম ভুলো। পুকুরে ঘোলা জল। জলে কোলা ব্যাঙ। বর্ষায় কোলা ব্যাঙ ডাকে। ওর গলা ফোলা। শোলা হালকা। ঘরে আরশোলা ঘোরা ফেরা করে।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো :

২। প্রথম বর্ণের সঙ্গে ও-কার (ো) যোগ করে কী পাওয়া যায় লেখো :

নলক = ______ ঢল = ______ রগ = ______

বতল = ______ লক = ______ গল = ______

৩। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ন রো দ = ______ ন ভো জ = ______ ন চ লো = ______

ম ল কো = ______ প গো ন = ______ ন খো ক = ______

৪। ছক থেকে বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করো :

গো	পাল
	লক

(ক) ______
(খ) ______

বো	লতা
	তল

(ক) ______
(খ) ______

নো	লক
ঢো	

(ক) ______
(খ) ______

দো	ল
ঘো	

(ক) ______
(খ) ______

৫। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) গোলোকবাবু কি পড়েন? উ: ______

(খ) কে শোনে? উ: ______

(গ) গোরাদের কুকুরের নাম কি? উ: ______

(ঘ) কার গলা ফোলা? উ: ______

১৩ পাঠ- তেরো

ঔ-কার (ৌ) যোগে শব্দ গঠন

ক্ + ঔ = কৌ
প্ + ঔ = পৌ

গ্ + ঔ = গৌ
য্ + ঔ = যৌ

দ্ + ঔ = দৌ
স্ + ঔ = সৌ

নৌকা

মৌমাছি

মৌটুসি

গৌর	সৌর	কৌটা
দৌড়	পৌষ	মৌরি
মৌন	সৌধ	গৌরী
গৌণ	ধৌত	যৌথ
মৌল	শৌচ	মৌল

কৌতুক	গৌহাটী	শৌখিন
যৌতুক	ভৌতিক	যৌবন
সৌরভ	কৌশল	কৌমুদী
গৌরব	মৌলিক	পৌরুষ
যৌবন	চৌকস	কৌরব

কৌতূহল	পানকৌড়ি	মহৌষধ
চৌকিদার	পৌরাণিক	নৌবাহিনী
পৌরসভা	ফৌজদার	গৌরিপুর
চৌকিদার	দৌবারিক	পৌষমাস

সৌখিন	গৌতম	চৌধুরী
চৌমাথা	শৌখিন	চৌচির
মৌচাক	কৌরব	মৌলবী
বৌভাত	দৌড়ান	গৌতম

নিজে পড়ো

গৌর কেমন দৌড় দেয়
নৌকা বাঁধা ঘাটে,
মৌটুসিটা গান ধরেছে
সূর্য গেল পাটে।
নামছে আঁধার চারিদিকে
মৌন হল পাড়া,
মৌমাছিরাও ফিরে গেছে
নেই তো তোদের সাড়া।

পৌষ মাস। গৌরীপুরের বনে বাঘ। গৌরবাবু চৌকি পেতে রৌদ্রে বসে। চৌকিদার দৌড়ে এল। বলল, বাঘ মারার ঔষধ চাই না। কৌশলে ধরতে হবে তাকে। গৌরবাবু ছৌ-নাচ করেন। তিনি বলেন, সে তো গৌরবের কথা। আজ তার ছেলের বৌভাত। কৌটায় পান দেবেন। পানে মৌরিও থাকবে। গৌরী বৌ-মায়ের নাম। চৌধুরী পাড়ায় বাড়ি। মৌটুসি ওর বোন। ওদের নৌকা করে আসতে হয়।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নীচে ফাঁকা জায়গায় নাম লেখো :

২। ফাঁকা ঘরে ঔ-কার যুক্ত বর্ণ বসাও :

	তু	ক
	শ	ল

	র	ভ
	র	ব

	জ	দা	র
	র	স	ভা

৩। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

নবযৌ = ______ চামৌক = ______ কচৌস = ______

ছিমামৌ = ______ লকৌশ = ______ তগৌম = ______

৪। ছক থেকে বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করো :

মৌ	মাছি	(ক) ______
	লিক	(খ) ______

কৌ	শল	(ক) ______
	রব	(খ) ______

যৌ	তুক	(ক) ______
কৌ		(খ) ______

সৌ	খিন	(ক) ______
	রভ	(খ) ______

৫। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কোন্ বনে বাঘ এসেছে? উ: ______

(খ) কে দৌড়ে এল? উ: ______

(গ) গৌরবাবু কি করেন? উ: ______

(ঘ) বৌ-মার নাম কী ? উ: ______

১৪ পাঠ- চোদ্দো

খণ্ড ত (ৎ) যোগে শব্দ গঠন

জগৎ	অসৎ
শরৎ	উৎস
মহৎ	ঈষৎ
বৃহৎ	বৎস

উৎসব	উৎকল	বৎসল
উৎপাদত	ফুৎকার	উৎসুক
উৎপল	সত্যজিৎ	বৎসর
চিৎপাত	ভবিষ্যৎ	কদাচিৎ

চিৎকার করো কেন
চুপ করো বৎস,
খপ করে ধরে দেব
গোটা দুই মৎস।
হট্ করে আসে যদি
ভূত চুপি চুপি,
কদাচিৎ খুলবে না
মাথা থেকে টুপি।

দোর গোড়ায় উৎসব। ছেলেমেয়েরা উৎসুক হয়ে আছে। আকাশের মেঘ ঈষৎ কালো। এই সময়কে বলে শরৎকাল। সরোবরে উৎপল ফুটেছে। বৎসর ঘুরে আবার পুজো এল। বৃহৎ উঠোন। সেখানে মায়ের পুজো হবে। আমরা সবাই মাতৃ বৎসল। মা ঈষৎ হেসে বললেন, বৎস কখনো অসৎ হইও না।

নিজে করো

১। ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে নাম লেখো :

উ		প	ল

শ		ৎ

বৃ	হ	

২। ফাঁকা ঘরে 'ৎ' বসিয়ে কী পাওয়া যায় লেখো :

জ গ __ = ______

উ __ সু ক = ______

হ ঠা __ = ______

ব __ স র = ______

৩। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

বিষ্যভৎ = ______ লৎউপ = ______ উসুৎক = ______

সৎবর = ______ সৎবল = ______ পাৎচিত = ______

৪। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আকাশের মেঘের রং কেমন?

উ: ______

(খ) শরৎকালে কোন্ পুজো হয়?

উ: ______

(গ) উৎপল কোথায় ফোটে?

উ: ______

(ঘ) মা ঈষৎ হেসে কাকে কী বললেন?

উ: ______

১৫ পাঠ– পনেরো

অনুস্বার (ং) যোগে শব্দ গঠন

অংশ	হিংসা	বাংলা	সংবাদ	সংশয়	ইংরেজি
বংশ	চিংড়ি	পালং	সংস্কার	সুতরাং	সংযোগ
কংস	বিংশ	হংস	অহংকার	সাংবাদিক	অংশীদার
সিংহ	মাংস	ফড়িং	সাংঘাতিক	বাংলাদেশ	কংশবধ
সংগীত	সংবেদ	সংযম	সিংহাসন	সংবিধান	জংলাপুর
সংগত	সংসদ	সংযত	বংশধর	সংশোধন	হংসরাজ

নিজে পড়ো

হংস বলে, বংশ আমার
পাখির মাঝে সেরা,
পালং বলে, আমার বাড়ি
সবুজ দিয়ে ঘেরা,
ফড়িং বলে, কংস আমার
বংশগত মামা,
সিংহ বলে, হিংসা ছেড়ে
পরেছিলাম জামা।

অংশু চিংড়ি মাছ ভালোবাসে। তার বাবা বাজার থেকে চিংড়ি আর পালং শাক কিনে আনল। অংশুর বাবা একজন সাংবাদিক। তিনি বাংলা আর ইংরেজি ভাষা জানেন। আবার সংগীতও ভালোবাসেন। সংসারে তাঁর অভাব নেই। তবে তাঁরা মাংস খান না। ওঁদের পূর্বপুরুষ সেন বংশের রাজা ছিলেন। অংশুর মামার বাড়ি শিলং। সেখানে ডিহং নদী আছে।

নিজে করো

১। ছবি দেখে নাম লেখো :

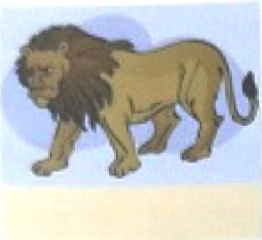 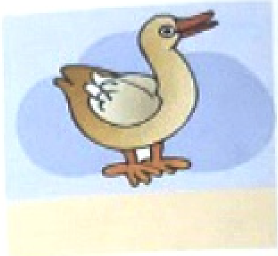

২। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

রংসাস = ____ তংসুরা = ____ সশংয় = ____

ফংড়ি = ____ জিংরেই = ____ তসংগ = ____

৩। 'ং' কে মাঝে রেখে চারটি শব্দ লেখো :

(ক) ____ (খ) ____ (গ) ____ (ঘ) ____

৪। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে চিংড়ি মাছ ভালোবাসে?

উ: ____

(খ) অংশুর বাবার পেশা কী?

উ: ____

(গ) অংশুর বাবা বাংলা ছাড়া আর কোন্ ভাষা জানেন?

উ: ____

(ঘ) অংশুর মামার বাড়ি কোথায়?

উ: ____

(ঙ) সেখানে কী নদী আছে?

উ: ____

১৬ পাঠ- ষোলো

বিসর্গ (ঃ) যোগে শব্দ গঠন

শিরঃ	হাঃ
দুঃখ	আঃ
অধঃ	উঃ
নমঃ	বাঃ
পুনঃ	ছিঃ

দুঃসহ	দুঃসময়	নিঃসরণ
নিঃশেষ	পীড়িতঃ	দুঃসাহস
দুঃখিত	মনঃপুত	নিঃসহায়
নিঃসৃত	শিরঃপীড়া	অধঃপাত
দুঃশীল	পুনঃপুনঃ	দুঃখীজন
নিঃশ্বাস	দুঃশাসন	অতঃপর

নিজে পড়ো

দুঃসহ গরম পড়েছে। সেই কারণেই আমার শিরঃপীড়া। পুনঃপুন গাছের পাতা নড়ছে। তবে মনঃপুত বাতাস নেই। রোদে মাঠের ফসল নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর চাষিরা হাহুতাশ করতে লাগল। এই দুঃসময়ে ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

দুঃখ দেখে ভয় কেন তোর
দুঃখের মাঝেই আছে সুখ,
দুঃসময়ে ভয় না পেয়ে
সাহসে ভাই বাঁধ না বুক।

নিজে করো

১। সঠিক স্থানে বিসর্গ (ঃ) বসাও :

দুখ = ______ দুখিত = ______ মনপুত = ______

দুসময় = ______ নিশেষ = ______ দুসাহস = ______

২। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

তঃখিদু = ______ শীঃদুল = ______ শেযনিঃ = ______

তঃসৃনি = ______ মঃয়সদু = ______ দুঃহস = ______

৩। ছক থেকে বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করো :

দুঃ	সহ
	শীল

(ক) ______
(খ) ______

নিঃ	সৃত
	শেষ

(ক) ______
(খ) ______

৪। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কেমন গরম পড়েছে?
উ: ______

(খ) কিসে মাঠের ফসল নিঃশেষ হয়ে গেল?
উ: ______

(গ) দুঃসময়ে কাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।
উ: ______

(ঘ) চাষিরা কেন হাহুতাশ করতে লাগল?
উ: ______

(ঙ) তার শিরঃপীড়ার কারণ কী?
উ: ______

১৭ পাঠ – সতেরো

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে শব্দ গঠন

পাঁচ	ফাঁদ	পেঁচা
চাঁদ	শাঁখ	বাঁধা
বাঁশ	দাঁত	বাঁচা
হাঁস	বাঁধ	কাঁচা
সাঁঝ	আঁখি	ঝাঁটা

ইঁদুর	বাঁচন	চাঁদোয়া
সিঁদুর	বাঁদর	এঁচোর
আঁধার	পাঁজর	ঝাঁঝালো
আঁচল	তেঁতুল	ধোঁয়াটে
কাঁকন	ঝাঁকুনি	সাঁতার

নিজে পড়ো

সিঁদুর মেখে ইঁদুর এল
পেঁচার সে কী হাসি,
বাঁদর বলে, আয় না কাছে
আমি যে তোর মাসি।
হাঁসের বাড়ি কাশের বনে
সাঁঝ আকাশে চাঁদ,
তেঁতুল গাছে ঝুলছে কে ওই
ভূত পেতেছে ফাঁদ।

বাঁকা নদীর ধারে চাঁদ মিঞার বাড়ি। সেখানে শিয়ালেরা রোজ উঁকি মারে। চাঁদ মিঞা হাঁস পোষে। তার বাড়ির পাশে বাঁশ ঝাড়। সেখানে পেঁচা ডাকে। ভয়ে মিঞার দাঁত কপাটি লাগে। ওর মা ওকে আঁচলে ঢেকে রাখে। বাঁদর তেঁতুল ডালে ঝাঁকুনি দেয়। পেঁপে গাছ থেকে কাঠবিড়ালি দৌড়ে পালায়। রাতে চাঁদে উঠলে আকাশে সাদা মেঘ সাঁতার দেয়। সীমার মা শাঁখ রাজায়। বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে।

নিজে করো

১। ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে নাম লেখো :

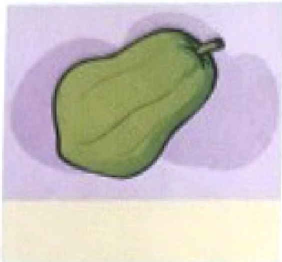

২। তালিকা থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত বর্ণ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

	তা	র		জ	র		চ	ল
	তু	ল		ঠা	ল		ক	ন

তালিকা: আঁ, সাঁ, কাঁ, তেঁ, পাঁ, কাঁ

৩। চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে গঠিত চারটি শব্দ লেখো :

(ক) ______ (খ) ______ (গ) ______ (ঘ) ______

৪। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) চাঁদ মিঞার বাড়ি কোথায়?
উ: ______

(খ) কে হাঁস পোষে?
উ: ______

(গ) কোথায় পেঁচা ডাকে?
উ: ______

(ঘ) তেঁতুল ডালে কে ঝাঁকুনি দেয়?
উ: ______

(ঙ) কে শাঁখ বাজায়?
উ: ______

৫। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

আঁরধা = ______ আঁলচ = ______ জরপাঁ = ______

তুতেঁল = ______ দুরসিঁ = ______ বাঁরদ = ______

১৮ পাঠ- আঠেরো

য-ফলা (্য) যোগে শব্দ গঠন

ক + য = ক্য	গ + য = গ্য	দ + য = দ্য
প + য = প্য	য + য = য্য	স + য = স্য

ঐক্য	পথ্য	ভাগ্য	মিথ্যা
অদ্য	সত্য	পাঠ্য	বিদ্যা
তথ্য	লভ্য	আঢ্য	শয্যা
রম্য	সভ্য	বাক্য	খ্যাতি
নস্য	শস্য	বাচ্য	দিব্য
সহ্য	উহ্য	রাজ্য	শিষ্য

অন্যায়	কাপট্য	মাণিক্য
অভ্যাস	তালব্য	অখ্যাতি
অগম্য	আলস্য	বিভাজ্য
কল্যাণ	লাবণ্য	বিদ্যুৎ
ঔদাস্য	আরোগ্য	বিবেচ্য
অসাধ্য	শ্যামল	জ্যোতিষ

সত্য বলো, সুপথে চলো
মিথ্যা কখনও নয়,
ভাগ্য যদি গড়তে চাও
দূর করো সব ভয়।
ঐক্য যদি গড়তে পারো
নিজের দেশের জন্য,
সবাই তোমায় বাসবে ভালো
করবে ধন্য ধন্য।

কল্যাণ সদা সত্য কথা বলে। কখনও সে মিথ্যা বলে না। সে নিত্য যাহা পড়ে, নিত্য তাহা অভ্যাস করে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া কোনো কাজ ফেলিয়া রাখে না। সে কদাচ পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না। কাহাকেও সে কুবাক্য বলে না। যে পড়ায় আলস্য করে, সে বিদ্যা লাভ করিতে পারে না। যে কুবাক্য বলে, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। সভ্য সমাজ তাহাকে সহ্য করিবে না।

নিজে করো

১। শূন্যস্থানে সঠিক য-ফলা যুক্ত বর্ণ বসিয়ে শব্দ গঠন করো :

উ		স		পা		লা	ব		আ	রো	
ল		ন		শি		অ	সা		ঔ	দা	

২। ছক থেকে পাশাপাশি বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

আল	স্য	(ক)		অসা	ধ্য	(ক)	
উদা		(খ)		অবা		(খ)	

৩। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

গ অ ম্য		ণ্য লা ব		ম শ্যা ল	
অ স ভ্যা		সা অ ধ্য		বে বি চ্য	

৪। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ভাগ্য গড়তে হলে কী করতে হবে?

উ:

(খ) কারা ধন্য ধন্য করবে?

উ:

(ঘ) কে সদা সত্য কথা বলে?

উ:

(ঙ) কে কাজ ফেলিয়া রাখে না?

উ:

১৯ পাঠ- উনিশ

পদ্যাংশ

এতুল বেতুল

এতুল বেতুল তেঁতুল পাতা
দাদার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা,
অলস পায়ে কলস কাঁখে
বউ চলেছে নদীর বাঁকে;
পাড়ার মেয়ে আলো করে
চালতা তলায় আলতা পরে।

— সুনির্মল বসু

নিজে করো

১। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও :

ক) কবিতাটি লিখেছেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সুনির্মল বসু)।

খ) কবিতায় দুটি গাছের কথা আছে। একটি তেঁতুল,অপরটি (চালতা/শিমুল)।

২। কবিতা থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত পাঁচটি শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :

(ক) ______ (খ) ______

(গ) ______ (ঘ) ______

(ঙ) ______

৩। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা?

উ: ______

(খ) কলস কাঁখে কারা চলেছে?

উ: ______

(গ) কে আলতা পরে?

উ: ______

৪। শূন্যস্থানে পাঠ থেকে নিয়ে সঠিক বর্ণ বসাও :

(ক) অ ___ স (খ) চা ___ তা (গ) ক ___ স

(ঘ) আ ___ তা (ঙ) ত লা ___ (চ) পা ড়া ___

৫। 'কাঁথা' শব্দে 'কাঁ' বর্ণকে ব্যবহার করে আরো একটি শব্দ তুমি তৈরি করো :

______

৬। তঁ, ছঁ, বঁ এই তিনটি বর্ণকে ব্যবহার করে তিনটি শব্দ তৈরি করো :

______ ______ ______

২০ পাঠ- কুড়ি

গদ্যাংশ

ভারতবর্ষ

আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। তার আগে প্রায় দুশো বছর এই দেশ ইংরেজদের অধীনে ছিল। দেশের বীর সন্তানেরা জীবন দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়, বাদল, দীনেশ, বাঘ যতীন—এঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন। এখন আমরা স্বাধীন। ১৫ আগস্ট এলে আমরা ভোরবেলা ইশকুলে যাই। জাতীয় পতাকা তুলে বলি— জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম্।

নিজে করো

১। ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে নাম লেখো :

২। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আমাদের দেশের নাম (ভারতবর্ষ/ভারত মহাদেশ)।

(খ) ভারত স্বাধীন হয় (১৯৪৯ সালে ১৯৪৭ সালে)।

(গ) এখন আমরা (পরাধীন/স্বাধীন)।

(ঘ) ১৫ই আগস্ট আমরা (বিকাল/সকালবেলা) স্কুলে যাই।

৩। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আমাদের দেশের নাম কী ?

উ:

(খ) আমাদের দেশ কত বছর ইংরেজদের অধীনে ছিল?

উ:

(গ) আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?

উ:

(ঘ) দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এমন দুজন বীর সন্তানের নাম লেখো।

উ:

৪। এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

তরভা =   তাকাপ =   লবাদ =

তাজিনে =   নজীব =   নেশদী =

২১ পাঠ- একুশ

পদ্যাংশ

ওইখানে মা পুকুর পাড়ে

ওইখানে মা পুকুর পাড়ে
জিয়লগাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী,
কেউ কোথ্‌থাও নেই।
ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে—
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিন রাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।

(সংক্ষেপিত)

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজে করো

১। ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে নাম লেখো :

২। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) কবিতাটি লিখেছেন (কাজী নজরুল ইসলাম/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(খ) ছেলেটি ঘরে বিছাবে (সবুজ পাতা/শুকনো পাতা)।

(গ) ছেলেটি মায়ের জন্য বাঁধবে (পাকা ঘর/কুঁড়ে ঘর)।

৩। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছেলেটি কোথায় বনবাসী হবে?

উ:

(খ) কোন্ গাছের বেড়ার কথা কবিতায় পেয়েছ?

উ:

(গ) ছেলেটি কোথায় কুঁড়ে ঘর বাঁধবে?

উ:

(ঘ) কে পাহারায় থাকবে?

উ:

৪। পাঠ থেকে শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো :

পু		র	পা	হা			ড়ে	ব		বা			
জি		ল		ধ	ব		ধে	ঝা			লা		